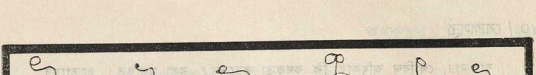

কথকতার টুকিটাকি

যে কোনো কাজের সূত্রে জমে ওঠে নানা তথ্য, টুকরো খবর। প্রবন্ধ বা নিবন্ধের গতের মধ্যে সে সব তথ্য ও খবরকে রাখা সঙ্গত হবে না। এলোমেলো থাকার মধ্যেই ধরা পড়ে খবরগুলির তাৎপর্য। কথকতাকে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানসূত্রে এইরকম কিছু খবর সংগৃহীত হয়েছে। খবরগুলি বিক্ষিপ্ত তাই সাজানো মুশকিল। কিন্তু তথ্যগুলি এমন কিছু আনাচ-কানাচের খবর দেয়, যা ধারাবাহিক আখ্যানের ছকে পড়ে না।

কথকতার স্বর্ণময় যুগে বাংলার দুই সাহিত্যিক কথকতা সম্পর্কে কীভাবে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন, তার নমুনা আমরা প্রথমে হাজির করেছি। প্রশংসা আছে, ঠাট্টাও আছে, প্রতিক্রিয়া অবিমিশ্র নয়।

পেশার তাগিদে কথক ঘুরে বেড়ান, নিজের আয়-ব্যয় ও বাড়ির চিন্তা তাঁকে করতে হয়। ভবঘুরে হরিহরের কথাতো আর আমরা ভুলতে পারি না। হিসাবের খাতার দুটি পাতায় ধরা পড়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের এক কথকের দৈনন্দিন খাই-খরচ। ভালো কথক যেমন গান বাঁধতে পারেন, তেমনই ভালো চূর্ণী বা সাট তৈরি করতেও পারেন। কোনো বিশেষ কিছুর জন্য গোছানো লেখাকে বলে চূর্ণী, তা বিবৃতিধর্মী, বর্ণনামূলক। অনুপ্রাসের আড়ম্বর এইসব বর্ণনায় দেখা যায়। শব্দের ঝঙ্কার সৃষ্টি করা চূর্ণকের অন্যতম উদ্দেশ্য। চূর্ণীগুলি নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত করা হত বা কোনো দক্ষ কথক চূর্ণী রচনা করতেন। কথকের শিষ্যরা সেই সাট বা চূর্ণী অনুসারে আসর জমাতেন। গদাধরের সাট রাঢ় অঞ্চলে প্রচারিত, আবার রামধনের সাট কলকাতা ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল।

নানারকমের চূর্ণী আমরা সংকলিত করেছি। লম্বা লম্বা চূর্ণীতে নানা ধরনের চিত্র আছে। আবার নারীরূপের বিবৃতিতে প্রথাসিদ্ধ উপমাগুলির 'অনুপ্রাসিত সমাবেশ' লক্ষণীয়। সংস্কৃতের ঢঙে বাংলা পদ্যও চূর্ণীরূপে ব্যবহৃত হত। উনিশ শতকে চূর্ণী ছাড়া কথকতা করার কথা ভাবা যেত না। এইগুলি মূল আখ্যানের অংশ নয়। অনেক সময় টুকরো কাগজে আলাদাভাবে লেখা হত।

যে কোনো শিল্পীর চাই স্বীকৃতি ও প্রচার। মানপত্র বা কার্ড-এর নমুনা সেই কারণে পেশ করেছি।

কিছু-কিছু কথক নামকরা, তাঁদের প্রসঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা তথ্য। আবার কারুর নাম জানি, আর কিছুই জানি না। নামকরা ও অনামী সবাই মিলেই কিন্তু কথকতার ধারাকে পুষ্ট করেছেন। তাই আমরা সাধ্যমতো পাঠক ও কথকের নামের তালিকা তৈরি করলাম। অনেকে বাদ পড়লেন। কারণ আমাদের অজ্ঞতা। অনেকের সম্পর্কে বোধ হয় আরো কিছু খবর পাওয়া যেত, দিতে পারলাম না। সেজন্যও দায়ী আমাদের অক্ষমতা। আমরা প্রত্যেকটি সূত্র খুঁটিয়ে দেখেছি—বলা

যায় না। গোবিন্দ অধিকারী কি কথকতা করতেন? বলা মুশকিল। হুতোমের হলধর পঞ্চানন কে? অরুণ নাগ মহাশয় পর্যন্ত হদিস দিতে পারেননি। অনেক সময় সূত্র হারিয়ে গেছে। যেমন, ধরণীধর সম্পর্কে আরো জানার ইচ্ছা ছিল। তাঁর প্রপৌত্র শ্রী অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ধরণীধরের শিষ্যদের সন্ধান দিতে পারেননি। ভিটের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সম্পর্ক অনেকদিন ছিন্ন হয়েছে। ক্ষেত্রনাথ কথক থাকতেন বাগবাজারে, শেষে মারা যান কাশীতে। আর কিছু জানতে পারিনি। বরাহনগরের কুঠিঘাটে 'ঠাকুরদা' বা নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধররা আছেন, সম্পত্তিও ভোগ করছেন। পূর্বপুরুষের কোনো খবর তাঁরা রাখেন না। আর বাংলাদেশে তো আমরা সেরকম কোনো অনুসন্ধানই করিনি।

আমাদের তালিকাটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তবু কোথাও একটা আরম্ভ করতে হবে, এই ভরসায় তালিকাটি করা। অন্যরা নিশ্চয় সবকিছু শুধরে দেবেন।

ক. দীনবন্ধু মিত্রের চোখে কথক

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,

বিদ্যা বিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথককুলের কেতু কাঞ্চনবরণ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়

শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়;
অকালে কালের কোলে পড়িল সুজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।...

ভদ্রজন বাসস্থান গরিফা, নৈহাটী

ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী,
পণ্ডিতমণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন,

ব্যাকরণ ন্যায়স্মৃতি ষড় দরশন।
এইস্থানে রামধন কথকরতন
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন,

সুললিত পদাবলী বিরচিত তাঁর,
সকল কথক সুরে করিছে বিহার।

[—সুরধুনী কাব্য (১৮৭১)। দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৩, ৪৮৪ ও ৪৯০।]

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখায় কথক

কিছু কাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচারবিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্তকাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ, অতি তীক্ষ্নাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে; এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, আকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আরা চারা নাই, অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।' সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু, অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে

প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো ! কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। সিমূল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি ; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।' সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি ! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না ? আমরা, পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমূল গাছ, পূর্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল যথার্থ বটে; কিন্তু, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে সিমূল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়'। এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শনপূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন। ...
সন ১২৯১ সাল। (১৮৮৪)
২৫ আশ্বিন।

[—ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন/বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭২, ৪৫৪-৪৫৫।]

গ. একজন কথকের হিসাবের খাতার এক পাতা। (১৮৩৪)

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ—

সন ১২৪১ সাল—

বিতারিখ ১৪ কার্ত্তিক—

শুভারম্ভঃ—

একজায় সুরুল্যায় কথকতার জমা খরচ—

জমা—		খরচ—
নিজ দং জমা—	১/০	১৮ রোজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
খেওয়ায় খরচ—১/০		গুঃ কৃষ্ণমুনী আশীর্ব্বাদী—।০
		পলা—।০
১৮ রোজ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ—।৵০		
১৫ কার্ত্তিক বাসার—		শিবগুরুর ধুতি খরিদ—।৶০
যজমান রামমোহন সিংহ—১৲		জীবনকৃষ্ণ ঘোষ দেন—
গুঃ গোস্বামী কাত—১৲		১ বাটী ১ ধুতি—।৵০

জমা—

উপরি—।০ ।০

২০ রোজ—

নিজ—।০

উপরি—।০ ॥০

---

২১ রোজ—

নিজ—॥০ ॥০

৩॥৶০

২২ রোজ কামাই—

২৪ রোজ শিব বিবাহ—

বাটি ১ খানি ১ রিকাবী ১ খানি

কা নিজ—॥০ ॥০

২৪ রোজ ধ্রুব চং—১৲

নিজ—।০

উপরি—৸০

---

২৮ প্রহ্লাদ চং—॥০

নিজ—।০

উপরি—।০

৫।৶

বাদ খরচ— ৪॥৵০

বাকী তং— ১৲০

বাদ খরচ ৩০ রোজ— ১৲০

---

২৯ রোজ বলি বামন—

আপকরা ১টী—

বস্ত্র গামছা ২ খানি—

চালদু—১।০ কাঠা

নিজ দং ফেরি— ॥০

দুই ভ্রাতা— ॥০

১৲

উপরি— ॥০

দফে উ— ।০

১৸০

৩০ রোজ নিজ— ।০

২৲

খরচ—

২২ রোজ রাণীপুরের—

গুঃ হরিনারায়ণ দত্ত—১৲

বাটী পাঠাই—

কলা—১৲

১॥৵০

২৯ রোজ কান্ধি দং—

হুকা কাপড় খরিদ—

গুঃ নন্দমোহন সিংহ— ৵০

ধুতি ১॥০ চাদর ১॥০ এঃ ৩৲

৪॥৵০

৩০ রোজ শ্রীশিবগুরু ভং ১৲

বাটী লই যান ১৲

৫॥৶০

জমা পয়সা—১।০

১১ রোজ অগ্রহায়ণ—

তুলসীমালা খরিদ—১৫

গন্ধী গুঃ গঙ্গানারায়ণ—

মিসি খরিদ—১০

কাহার বেগারের খরচ—

১৯। ২১ রোজ—

জসত কাহার দিগর— ।০

শ্রীসার্থক ও শ্রীকাসী ঘলুই—

ইলাম— ৲০

মুলা খরিদ—

শুরুলিয়া পাঠাই—

বঃ জীবণকৃষ্ণ ঘোষ—

৲১০ কাত ১২ টা ৲১০

---

২২ রোজ—

নাঃ ১২ কার্ত্তিকের—

দুগ্ধের দেনা শোধ—

গুঃ গোপবন্ধু—

পয়সা— ৵১০

জমা—
১ অগ্রহায়ণ—
নিজ—।০ ।০
২ রোজান্নপ্রাশন ৸০
থাল ১ খান বস্ত্র ১ জোড়—
নিজ নগদ— ॥০
ব্রজমোহন— ।০
৸০
৩ রোজ নিজ—।০ ।০
উদূখল ধং—
৪ রোজ নিজ নিজ—॥০ ॥০
৫ রোজ নিজ—।০ ।০
৩ রোজ নিজ ।০— ।০
৪।০

ইত্যাদি

খরচ—
ডালা খরিদ—
গঃ বেহানী— ⁄০
॥৵১০
২৪ রোজ—
জুতা খরিদ—
২ জোড় কাত— ।১০
হাট খরচ— ⁄৫

ইত্যাদি

[—চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত), বিশ্বভারতী, ১৯৫৩, ৮৯-৯০ ।]

ঘ. চূর্ণী বা সাট

(নানা বিষয়ে সাজানো ছকে ফেলা বর্ণনা)

শিবের বর্ণনা :

রজত কলেবর সুজুট কলাপকুসুম পরিপূরিত নির্জ্জরগণ পুরন্দর নগরনাগরীগণ গন্ধর্ব্বাসরসো গণসেবিত ভূতপ্রমথগণবেষ্টিত হর বিশ্বের গঙ্গাধর ডিণ্ডিম করভস্মভূষিত কলেবর কিবা মস্তকোপরি জটাজুট কালকূট বিষোন্দন মত্তফণিরাজ বিরচিত বিল্লপত্র দ্রোণ পুষ্পচ্ছটা তদুপরি কৃতধন্য তরণী সুরধনী মনোহারিণীঃ তদধঃ কষায় রুদ্রপালা কর্ষিত সুপক্ষাচ্ছাদিত ঢুলু ২ ঘোরতর চঞ্চলতার বনয়াঙ্গরীকঃ করধৃতঃ ডমরুরবঃ রামরামবারিত মদোন্মনা কটিবর্ত্ত সর্পডোর বিবিধাঞ্চল পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মসজ্জিত গান তান মান বিসানভান করতাল বররক্ষা রামনামোচ্চারণ করিতেছেন।

[কথকতার পাতড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহ, ৫০৬৯]

নারদ বর্ণনা :

কিবা প্রাতংকালোমিত রবিমণ্ডলনককৃত মূর্ত্তি শোভা কিবা স্বাঙ্গোত্তমাঙ্গ স্থিত

জটা ঘটা ছটাতে করে দিগ্বিদিক স্থিতান্ধকারধক সন পূর্বক আপাণ্ডরা জটা পাটলা লম্বমানা আগুল্ফ পর্যন্ত আবক্ত শ্মশ্রুভার বিরাজিত নাভিদেশ কিবা আজানুলম্বিত বাহুযুগল প্রোচ কদম্বকুসুম শম শরীরধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি শ্রীকৃষ্ণচরণতল তুলসিমালায় লম্বিত হরিচন্দ্র নামাঙ্কিত কলেবর বিশুদ্ধ বক্ষস্থল গোপিচন্দন বিলিখিত শ্রীকৃষ্ণনামাঙ্কিত কলেবর ত্রিতন্ত্রী বীণা স্কন্দাবলম্বিনী তাতে ॥

[কথকতার পুঁথি (শ্রীমদ্ভাগবত), ২৭৮৩/১৩ বরাহনগর পাঠবাড়ী। রামপদ ভট্টাচার্যের পুস্তক। শ্বন ১২৯০ [১৮৮৩] ২৩শে আশ্বিন সপ্তমি পূজা আরম্ভকালে সমাপ্ত]

বলরাম বর্ণনা :

কিবা মহাবল পরাক্রম বলরামচন্দ্র চন্দ্রকান্ত মণিকান্তি বিনিন্দিত রজতপর্বত শ্বেতশরীর অতি সুধীর গভীর ধীরবেশ কটিদেশোপরি পরিবেষ্টিত পরিধিতা পরিস্কৃত নবীন নীল নীরদ সম্পদ তিরস্কৃত নীলপট্ট বস্ত্রাঞ্চল অমল কমল পদতল পর্যন্ত আন্দোলিত হতেছে। যেন হলাকর্ষণভীত যমুনা শরণগত হয়্যা সর্বদা পাদপদ্মে পতিত হয়্যা রয়েছেন। কিবা সুবলিতা জানুলম্বিত করিশিশু শুণ্ডদণ্ডিত প্রকাণ্ড বাহুদণ্ড মণ্ডলাকৃতি বলয় প্রভৃতি মণ্ডলমণ্ডিত নানাস্বর্ণাভরণস্ফুরিত বামস্কন্ধোপরি-পরিপাটী মণিমাণিক্যযুক্ত শৃঙ্গজার অঙ্গধ্বনি শ্রবণমাত্র ত্রিজগৎ মোহিত হইতেছে। ইত্যাদি

[বোলপুরের ১২ মাইল পূর্বে গোপডিহি নিবাসী ৺দ্বিজপদ সরকারের পুঁথি সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। লিপিকার ও লিপিকাল অজ্ঞাত। সূত্র: অমলেন্দু মিত্র, 'কথকতা', কথাসাহিত্য, আষাঢ়, ১৩৬৩, ৭ম বর্ষ। ৭৭৩-৭৭৪]

ভিন্ন কোনো কথকের এক বিষয়ে ভিন্ন চূর্ণী থাকে। রাঢ় অঞ্চলের অন্য এক কথকের **বলরাম রূপ বর্ণন :**

শারদীয় চন্দ্রপ্রভামণ্ডল মণ্ডিত চমৎকৃত রূপলাবণ্য কোমলাঙ্গি সুকোমলরূপ যুগলশোভা আকণ্ঠ শ্রমমণ্ডিত গজমৌক্তিক হাটক হিরক চরণারবিন্দ শ্বনু শোভিতৈক নুপুর রমণীয় বাজিতো রুনু জুগোনর্দ্ধ মৃগেন্দ্রানিন্দিত ক্ষীণকটিতট সম্ভূত তমালনিল দুকুলোর্দ্ধ গুরুতর গভীরনাভি সরোরুহ ত্রিবলি বিরাজি দ্বাতিশয় বিশালবক্ষস্থলা··· বিপুল বলয় বিনশিত বাহুযুগলা প্রকাশিত করকমলন্বয় বামপাণিতলধৃত বারুণী মুদিতমদ বিঘূর্নিতান সবিষদলোল ভ্রমর ভূষিতা মুখমণ্ডল মৃদু ২ মধুর মন্দ হাস্য প্রকাশিতা

[কথকতার পাতড়া, বিশ্বভারতী সংগ্রহ, ৫০৫৫-৫০৬২]

নায়িকা বর্ণনা বা কামিনী বর্ণনা :

পরম কামিনী যুবজন মনোহারিণী রতিরস বিলাসিনী খেলিত খঞ্জন গর্বগঞ্জন নয়না

কোমলা কিশোরী ভ্রূভঙ্গরঙ্গে মদনতরঙ্গে সমাকুলা হাবভাব লাবণ্যগতি রূপবতী গুণবতী ॥ যুবতী অতিশয়রসিকা কনকলতিকা তিলপুষ্পোপমনাসিকা মুক্তাপংক্তি বিনিন্দিত দন্তপংক্তি শোভা নাসাগ্রে গজমুক্তাদোলায়মানা সুকেশা সুবেসা সুভাষা সুনাসা ভব্যা সভ্যা নব্যা নিবীড় নিতম্বা পক্কবিম্বধরোষ্ঠা মণিময়ভূষণ ভূষিতাঙ্গয়ষ্টি ললাটোত প্রথমসিন্দূরবিন্দু তন্নিকটভাগে চন্দনবিন্দু তন্নিকটভাগে কজ্জলবিন্দু তৎ পশ্চাৎ হরিতালবিন্দু শোভা পেতেছে।

[একই কথক আবার এক বিষয়ের উপর ভিন্ন শব্দে চূর্ণী লিখেছেন। যেটা যখন যুৎসই মনে হবে সেটা পড়া যাবে।]

কামিনী বর্ণনা :

ফুৎ [?] সিত করিকর চরণার্পিত শিঞ্জন মণিময় নূপুরাদ্যাভর নাতিশয় বিপুল নিবীড় নিতম্ব ॥ ক্ষিণ মধ্যদেশার্পিত কার্শ্যঘন জঘনলগ্ন মগ্ন বাতান্দোলায়মানা তদুপরি ত্রিবলীশোভা কিবা করিকরকুম্ভ বিনিন্দিত স্তনভারানম্র মধ্যদেশ যেন ভেঙ্গে ২ পড়িতেছে। কিবা শিরীষকুসুম কোমল মৃণালায়ত বাহুযুগল তাতে স্বর্ণমণিময় বলয়াঙ্গুরিয়কাদি শোভা কিবা খঞ্জন গঞ্জন যুবজনরঞ্জন নয়নাপাঙ্গ ॥ রীক্ষণ স্মিতোৎ-ফুল্লনিভমুখ পক্কবিম্ববিড়ম্বিতৌষ্ঠা ধরান্তর্বর্ত্ত দর্শনশোভা তাতে কৃষ্ণবর্ণরেখা কিবা তিলকুসুমনন্দিত নাসাগ্রে গজমুক্তাদোলায়মানা কিবা কন্দর্পকোদণ্ড দর্পখর্ব্বকৃত ভ্রূভঙ্গভঙ্গি যেন নৃত্য করিতেছে। তন্মধ্যে রাহুপম কজ্জলবিন্দু পরিচন্দ্রমণ্ডল বিড়ম্বিত চন্দনবিন্দু তদুধ্যে মুক্তাঝলক ঝলমলিকৃত স্বর্ণপাত্র ॥ কোপরি শোভিতালক শ্রেণী চমরীচামর চমৎকৃত চিকুরাবেষ্টিতা মল্লিকা মাল্যভূষণা গজেন্দ্রগমনা কোকিলবচনা সহাস্যবদনা পরমকামিনী সভ্যাভব্যা ঝমর ২ শব্দে আগমন করিতেছে।

[কথকতার পুঁথি, শ্রীমদ্ভাগবত,
শ্রী রামপদ ভট্টাচার্য, পূর্বোল্লিখিত]

বর্ষার রূপকথন :

দেবরাজ প্রেরিত গভির ঘোর ঘনরব মেঘগর্জিত ঈশান দিগঙ্গন সৌদামিনী জালমালা স্থকিত চকিত প্রকাশীকৃত দিনকর নিকর কিরণছবি প্রকাশ নিবীড় মেদুরচ্ছন্নাবৃত্ত তিমিরকলাপ দিগ্দিগন্তর করিবর বিপুলকরনিকর সমাসার শীকর কদম্বকরকাদি পত্যনানুপযুক্তা মহীপূর্ব্ব দিগঙ্গ নাগস্তাতি খরতরবেগাম্বুকণাযুক্তা পবনসঞ্চালিত নমিত বিটপী বিটপ দোদুল্যমান তরুপল্লব শাখাপ্রশাখা বিহগগণ শীতার্তকম্পিত কলেবর নিবীড় বৃক্ষশাখাস্থিত নিঃশব্দ নিজ নিজ নীড়স্থিত রুগ্নহৃদয় ডিম্ববশাবকোপরি নিজহৃদয় কলেবর সংযোগে বিজোগাকুল পক্ষাবিস্তৃতাচ্ছাদিত শাবকোদিত পূর্বদিগন্তর দেদীপ্যমান শক্রধনুঃ শোভিত নভোমণ্ডল কাদম্বিনী সৌদামিনী চঞ্চলো তদ্দর্শনোদ্বেজিতান্তোকরণ মত্ত করিবরা রোহনকৃত দেবেন্দ্র নিজায়ুধ ॥ বজ্র নিষ্পেশাচিত ইরংমদস্খলিত পতিত কণাসমূহ গর্জিত বজ্রপতন ভয়ানক ধ্বনি শ্রবণকারণ সভয়চকিতা নয়নো দ্বেজিত

পান্থজন পক্ষিগণ গান [*sic*] প্রমাদ বিশঙ্কট ত্রাসিত এককালীন কুহু কুহু কলরব চিচিকুচি ধ্বনি করিতেছে ।। শ্রী রামপদ ভট্টাচার্য ।।

[সূত্র : ঐ]

নিশিবর্ণনা :

ঘোরা যামিনী, নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী, শান্তা নলিনী কুমুদগন্ধামোদিনী, পৃথিবীঝিল্লী-রবোন্মাদিনী, বিহগরবক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকরজালমালব্যাপ্তা যামিনী সভয়চকিত নয়না কামিনী মনোনায়ক নিকটাভিসারিকা নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগভ্রান্তাদিজন্য স্থগিত চকিত গতি কষ্টে সৃষ্টে গমন করিতেছেন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভয়ানক জন্তুসমূহ ভোজনাদ্যার্থ গমন করিতেছে। প্রতি যামে যামে জাগ্রতভট ঘোর কঠোর চীৎকারধ্বনি প্রবোধিত কান্তাকান্ত প্রবেশিত হৃদয় সঙ্কোচিত ভঙ্গ বিভঙ্গ দ্বারা গাঢ়ালিঙ্গনে মনোহরণ-পূর্বক পুনর্নিদ্রাবিষ্ট হইতেছেন।

[সূত্র : Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1911, 686]

রাজার যুদ্ধোদ্যম :

পুণ্যবান দানবান জ্ঞানবান ধনবান কলাবান কুলবান শিলবান ফালবান বলবান রূপবান কৃপাবান কলাপবান ক্রিয়াবান মায়াবান ভোগবান ভগবান যোগবান লক্ষিবান বিদ্যাবান সত্যবান দয়াবান এবম্ভূত রাজার প্রতাপে সপ্তসাগর পর্যন্ত আন্দোলয়মানা অতি চমৎকৃত গাড় পরিপূর্ণ রঙ্গধূলি অঙ্গে লেপনকে করে বাহুআস্ফালনেতে পর্ব্ব্যত সকল ঘূর্ণা-অমান করিতেছেন। পচ্ছাতে ঢালি সকলেতে লম্ফঝম্ফ খড়গাবলম্বনপূর্ব্বক মার্ম্মার শব্দ উচ্চরণ করে গমনকে করিতেছেন ও খাঁড়া চর্ম্মি রক্ষি রথী সূলী ত্রিসূলীধারি পুরবর্ত্তি নানা অস্ত্র ধারণকে করে সন্য সকল গমন করিতেছেন।

... সর্ণ্য রূপ্য স্ফটিক মরকত মুনীমাণিক্য প্রবালেতে খচিত সেনা নানা অস্ত্র ধারণ করে গমন করিতেছেন। বানে বানে পুঙ্খাণুপুঙ্খ সূর্যের কিরণাষুন্য ধন্য অন্ধকার উরুভুজ-চরণাদি খন্ড খন্ড বিপক্ষ পক্ষ সেনা পরাঙ্মুখ পলায়মানা তাতমাত ভ্রাতর দুহিতর মায়াতুল জলংদোহি পিবায়াহি পপাতচ মমারচ।

[রতন লাইব্রেরির সংরক্ষিত পুথি থেকে সংগৃহীত, সূত্র : Siva Ratan Mitra, *Types, of Early Bengali Prose*, Calcutta, 1922, 146]

সন্দেশ বর্ণনা :

গোণ্ডা গোণ্ডা চ মোণ্ডা মধু মনোহরা শুভ্রতাক্ত জিলাপী।
গোল্লা খাজা চ খণ্ডা নিখুতি চ বরফি ক্ষীরতাক্ত মতিচুর।
খুর্মা ছাবা চ পেড়া রসযুত গেঁদড়ী স্বর্ণপাত্রে কচুরী।
সর্বে ক্ষীরান্তভুক্তা রসকর বুঁদিয়া হেমপাত্রে চ বারী ।।

ভুক্ত্বা পীত্বা চ নীত্বা নিজ নিজ বসনে ভূরিভারং স্বহস্তে।
দত্বা নীত্বা চ পাত্রং দধ্যপি গৃহীতং দেহি দেহীত্যু বাচে ॥

[নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কথকতার পুঁথি, কাল ও লিপিকর অজ্ঞাত। সূত্র : হরিপদ চক্রবর্তী, 'কথকতার পুঁথি', সুবর্ণলেখা, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, ৫৯০]

৬. মানপত্রের অংশবিশেষ

বৈদ্যনাথধামের অধিবাসীবৃন্দের অভিনন্দপত্র। ১৩৪৬। পৌষসংক্রান্তি।

অভিনন্দন পত্রের সম্বোধন অংশ।

ভাগবতশ্রী শ্রীমতি ক্ষান্তিলতাদেবী, ভাগবতসীমন্তিনী, ভাগবত বিনোদিনী ভক্তি বিভূষণা ভাগবতভারতী মহোদয়ার করকমলে !

ভদ্রে !

আপনি যখন শতশত ভক্ত পরিবেষ্টিতা হইয়া দিনের পর দিন ভাবে বিভোরা ও তন্ময়া হইয়া লীলারূপধারী পরমাত্মা নানা লীলাকাহিনী সুমিষ্ট ও পবিত্রভাষায় অনর্গল বলিয়া যান, তখন সেই সত্যযুগে ঋষিকন্যার চিত্র আমাদের মানসপটে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। 'সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত, শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে হৃদয়ে বৈদিকযুগের শুভ্র-জ্যোতির স্নিগ্ধবিকাশ যথার্থরূপেই অনুভূত হয়।

উপনিষদ, বেদান্ত, পুরাণেতিহাস ও শ্রীশ্রীভাগবতের সারমর্ম এরূপ সুন্দর সুললিত ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিতে আপনি সমর্থা যে, শ্রোতার সমস্ত চিত্তটুকু শ্রীভগবানের লীলামাধুর্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায় এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষার কৌশল মহিমায় প্রাণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু হায়! আজ ভারতের বড়ই দুর্দ্দিন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, যাজ্ঞ্যবল্কের ভারত আর নাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসার ভারত আর নাই। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় ও বর্তমানের যুগসভ্যতায় নূতন ভারতের জাতীয় জীবন কর্ণধারহীন, দারুণ-ঝঞ্ঝাবাতাহত তরণীর ন্যায় প্রাচীনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতলজলধিতলে নিমজ্জমান হইতে চলিয়াছে। আজ প্রাচীন ঋষিকুলের বিদ্যায় সুশিক্ষালাভ করিয়া ভারতের মর্মবাণী শুনাইবার জন্য আপনার এই অপূর্ব অভ্যুদয় আমরা সাদরে বরণ করিতেছি, এবং আপনার এই সর্বজনহিতকর লোকশিক্ষা পদ্ধতিকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

আপনি সিন্দুর-সীমন্তিনী থাকিয়াও চিরায়ুষ্মতী হইয়া সুস্থশরীরে ভ্রান্ত ভারতকে সত্যের আলোকদান করিয়া শান্তির পথে লইয়া চলুন, ইহাই ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।

চ. পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড

শ্রীরাম রাম রাম

'জয়গুরু'

শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় (বেতার)

"রাম-গীতি চূড়ামণি"

"রাম-গীতি সুধাকর"

পোঃ– সোনামুখী (মনোহরতলা)

জেলা—বাঁকুড়া

পিন—৭২২ ২০৭

কথিকা-সম্রাজ্ঞী

শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী

ভাগবত-ভারতী

C/o. শ্রীকুমুদবন্ধু পুরাণরত্ন

ফটক গোড়া।

২৪ নন্দঘোষ লেন, (চন্দননগর) হুগলী

712136

ছ. উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার বিশিষ্ট কথক ও পাঠকদের নামাবলী :

বাঁশবেড়িয়া, হুগলী : উনিশ শতক ঃ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ, শ্রীধর কথক, অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য। এঁরা সকলেই একই বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য নিজে কথকতা করতেন। তাঁর কাছ থেকেই দুর্গাদাস লাহিড়ি শ্রীধরের গান সংগ্রহ করেন।

চন্দননগর, হুগলী : রঘুনাথ শিরোমণি চন্দননগরের শ্রেষ্ঠ কথক, শিক্ষক হিসাবেও সুপ্রসিদ্ধ। রামনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুত্র, বিংশ শতকে পিতৃরীতি অনুযায়ী কথকতা করেন। ৺গুরুচরণ গাঙ্গুলি, বেণীমাধব গাঙ্গুলি, ননী কথক, অক্ষয়চন্দ্র অধিকারী, ভূতনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কথকও চন্দননগরে বাস করতেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রফুল্লচন্দ্র অধিকারী ও তমালচন্দ্র অধিকারী কথকতায় যশস্বী হয়েছিলেন।

উদ্ধব চূড়ামণির জন্ম অন্য জায়গায় (বাগনান বা ধনেখালি)। তাঁর কর্মক্ষেত্র অতিবাহিত হয় চন্দননগরে। রঘুনাথ শিরোমণির মতোই কথকতার শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ১৯১৩ সালে।

ক্ষান্তিলতা দেবী ও তাঁর স্বামী কুমুদবন্ধুও বর্তমানে চন্দননগরে বাস করেন।

কোন্নগর, হুগলী : অধুনা মহিলা কথকী অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরীর বাসস্থান এই শহরে।

রাধানগর, আরামবাগ মহকুমা, হুগলী : উনবিংশ শতকের শেষপাদে কথক গোপাল চূড়ামণি নিয়মিত আসর বসাতেন।

ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনামুখী, বাঁকুড়া : কথক রীতির অন্যতম আদি প্রবক্তা গদাধর শিরোমণির জন্মস্থান। আজও শ্রেষ্ঠ পেশাদার কথক পরিবারদের আবাস সোনামুখীতে। বিংশ শতকে ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, সোনামুখীর জনপ্রিয় কথক ছিলেন। বর্তমানে লছমন প্রসাদ চক্রবর্তী, রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতিভূ। অন্য কথক পরিবার হলেন ফকিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা গতায়ু। এঁদের বংশধর বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজও কথকতা করেন। বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় সুকথক ছিলেন। লক্ষণীয় সোনামুখীতে মূলত রামায়ণী কথকতা হয়।

রাঢ়ের অন্য এলাকার কথক : উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মার পিতা কথক ছিলেন।

নীলকণ্ঠ দেবশর্ম্মা নান্নুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের শ্যালিকাপুত্র ও রাইপুরে কথকতা করতেন। পুঁথির পুষ্পিকা থেকে যে সব কথকের ও পাঠকের নাম এই অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা হলেন রামধন মণ্ডল, রাধারমণ ঘোষ, বদন চন্দ্র মণ্ডল, বেলে-তোড়ের হরিদাস বৈষ্ণব, শ্যামসুন্দর প্রমুখ। রামায়ণ পালা গায়ক ও কথক অবনী অধিকারী বর্তমানে শান্তিনিকেতনে থাকেন।

মুর্শিদাবাদ এলাকার কথক : ১৮৬২ সালে বেলডাঙ্গায় প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরির পরিবারে রূপচাঁদ অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। কথকতা তাঁর পেশা ছিল। পরে কথকতাকে রূপান্তরিত করে তিনি ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক হিসাবে খ্যাতনামা হন। মুর্শিদাবাদ ব'রোয়া থানার কুঁকড়াজোল নিবাসী জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও উঁচুদরের কথক ছিলেন। কীর্তনীয়া ফটিক চৌধুরি তাঁর শিষ্য।

কলিকাতা, ২৪ পরগনা ও সন্নিহিত এলাকার কথক : উনবিংশ শতকে খাঁটুরা-কুশদহ কথকতা রীতির বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। উমাকান্ত শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ ও এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর বাংলাদেশের সেরা কথকদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া নিবাসী অন্যতম প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন কৃষ্ণহরি বা কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, তারাকুমার কবিরত্নের পিতা। পেশায় গদাধর শিরোমণির সঙ্গে তীব্র প্রতিযো-গিতা ছিল। সময়কাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ।

ঠাকুর পরিবারের মাইনে করা পাঠক ছিলেন মহিম কথক, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কথা লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত প্রিয়নাথ কথকের উপর প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' এর সুর দেওয়ার। বিংশ শতকের প্রথমপাদে বাগবাজারের ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির জনপ্রিয়তার তুলনা ছিল না। শ্যামপুকুরের কৃষ্ণ কথক-এর পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গিতে তিনি ক্ষেত্রনাথের কাছে হার মানতেন। তাঁদের সময়ে পণ্ডিত হেমচন্দ্র কবিরত্নও নামকরা কথক ছিলেন।

কালীঘাটের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, খিদিরপুরের ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আড়িয়াদহের নেপালচন্দ্র ভাগবত রত্ন মহাশয় প্রভৃতি কথকদের নাম উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় উল্লিখিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরিচিত বরাহ-নগর নিবাসী ঠাকুরদা বা নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়ের লোক। এই শতকের গোড়ায় মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহন গোস্বামীপ্রভু কথকতা করতেন। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ষাটের দশকে, চুঁচুড়া নিবাসী সীতারাম ভাগবতাচার্য ও ভাগবতী কথকতায় যশস্বী হয়েছিলেন।

পুঁথির পুষ্পিকা থেকে আমরা উনিশ শতকের কিছু কথকের ও পাঠকের নাম পাই। শালিখার শ্রীমন্ত নাগ, ত্রৈলোক্য নাথ গঙ্গোপাধ্যায় রজপুরের মাণিকচন্দ্র ঠাকুর, বাকুন্ডার মতিলাল মুনি বৈষ্ণবী, ইত্যাদি। পানিহাটি-বরাহনগর অঞ্চলে রামপদ ভট্টাচার্য কথক ছিলেন, তাঁর নামাঙ্কিত পুঁথি পাওয়া গেছে। লক্ষণীয় যে পাঠক বংশানুক্রমিক

পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হলেও 'কথক' বংশগত পদবিরূপে উল্লিখিত হয়নি। অবশ্য শ্রীধর কথক, ক্ষেত্র কথক ইত্যাদি পরিচিতির ডাক হিসাবে পরিগণিত হত। পেশা থেকে বংশগত পদবিতে রূপান্তর হবার সম্ভাবনা কথকের ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

শান্তিপুর অঞ্চলের কথক :

মদনগোপাল গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, রাধাবিনোদ গোস্বামী, হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, তারণ গোস্বামী, মোহনলাল গোস্বামী, বীণাবল্লভ গোস্বামী, কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের সূত্রে (কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শান্তিপুর পরিচয়, ২য় খণ্ড ১৩৪৯, ১৯৭-১৯৮) পাঠক ও কথকদের নাম একসঙ্গে দেওয়া আছে। রাণাঘাট মাঝেরহাট এলাকার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনিশ শতকের শেষ দশকে ও বিংশ শতকের প্রথমে (১৮৯৫-১৯১০) সরস বাকভঙ্গি ও সুকণ্ঠের জন্য এই পেশায় পশার লাভ করেন।

পূর্ব বঙ্গের কথক :

উনিশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্ম নদীয়া জেলায় কিন্তু কর্মস্থল ঢাকায়। যাত্রাপালা রচনাতে তিনি প্রবাদপুরুষ। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পেশা ছিল কথকতা ও ভাগবত পাঠ। ফরিদপুর জেলার কাসাভোগের কৃষ্ণকান্ত পাঠক (১৮২১-১৮৯১) ও ঢাকা বিক্রমপুরের ফুরশাইল বা ফুল্লশালীর কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার কথক হিসাবে উনিশ শতকে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বিংশ শতকে ঢাকার ইছাপুরা গ্রামে থাকতেন উমাকান্ত পাঠক। উনিশ শতকে বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামের কথক ছিলেন গোলকচন্দ্র চক্রবর্তী। বিক্রমপুরের আর এক কথক বাসাইল গ্রাম নিবাসী রাখাল চন্দ্র গোস্বামী। ১৯৪৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুণ্ঠিয়ায় মেহেরপুরের কালীনাথ ভট্টাচার্যের এই পেশায় বেশ নামডাক ছিল। বিক্রমপুরের বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম পঞ্চসারে চন্দ্রমোহন মহলানবিশ, ভাগবতাদি আখ্যানে কথকতা করে যশ অর্জন করেছিলেন।

ভাগবত-পাঠকের তালিকা :

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও শ্রীনিবাসাচার্যের ব্যাখ্যাযুক্ত সুললিত ভাগবত পাঠের ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মিতির পথে নিয়ে যান প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। পিতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রসিদ্ধ পাঠক ছিলেন। অতুলকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হলেন ঢাকার প্রভুপাদ প্রাণকৃষ্ণের গোস্বামী ও প্রাণগোপাল গোস্বামী। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমপাদে বাংলাদেশে বিখ্যাত ভাগবত পাঠকদের মধ্যে কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়, বলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভু, শিমুলিয়া নিবাসী শ্যামলাল গোস্বামী, হুগলীর নীলকান্ত গোস্বামী,

বিপিনবিহারী গোস্বামী, জানকীনাথ ভাগবতভূষণ, বর্ধমানের গোকুলচাঁদ প্রভু, সদানন্দ প্রভু, রাধাবিনোদ প্রভু, বৈকুণ্ঠ বাচস্পতি, গৌরগোবিন্দ ভাগবত পরমহংস প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ নানাভাবে রস-পরিবেশনের রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। নীলকান্ত গোস্বামীর (১৮৪৭-১৯২৭) জন্ম হুগলী জেলার বৈঁচিগ্রামে। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্কুলশিক্ষকের পদ থেকে কর্মচ্যুত হবার পর ভাগবত-পাঠই তাঁর উপজীবিকা হয়। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পাঠে এঁর রীতিদ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। অধুনা প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীর বংশধর ব্রজরাজ কিশোর গোস্বামী ভাগবততীর্থ ও শ্রীগুরুরাজ কিশোর গোস্বামী, নবব্রত ব্রহ্মচারী, বর্ষীয়ান ননীগোপাল গোস্বামী প্রমুখেরা নানা আসরে 'কথা ও সঙ্গীতে' ভাগবত পাঠ করেন। কাটোয়ার খাজুরদিহি গ্রামের প্রণব ভট্টাচার্য নিয়মিত কথকতা করেন।

গায়েনের পরিচয়

রামায়ণ গানে কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে কম। বাংলায় ছড়া আছে,

"ঢপে রূপ, কীর্তনে স্বরূপ,
রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম।"

কীর্তনে স্বরূপ দাস, ঢপে রূপদাস, রামায়ণে রামচন্দ্র হাজরা ও 'হাম' অর্থ চণ্ডীর পালাগায়ক বাঞ্ছারাম মালাকার। হাজরা ও মালাকার, দুজনে ব্রাহ্মণেতর জাতি। তবে এঁদের আর কোনো পরিচয় জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের দুঃখী শ্যামদাসও ভাগবতানুসারী গোবিন্দমঙ্গল পাঠ ও গেয়ে বেড়াতেন; তিনি নিজে কায়স্থ। এই সময়ে (১৭৮৮) উত্তরপাড়ার রামলোচন গায়েনের নাম আমরা পাচ্ছি। বিংশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ময়মনসিংহের কাশতলা গ্রামের নরেন্দ্র গাইন রামমঙ্গল গানের অত্যন্ত শক্তিশালী গায়ক ছিলেন। অধুনা কলিকাতায় মহিলা রামায়ণ গায়িকার মধ্যে কাঞ্চনমণিদাস ও তদীয় কন্যা কৃষ্ণকলি দাস এবং কৃষ্ণা বক্সীর নাম উল্লেখ্য।

[তথ্য সূত্র : স্মৃতিচিত্র, পুথির পুষ্পিকা, জেলার ইতিহাস, হরিসভার বাৎসরিক প্রতিবেদন, সরেজমিন তদন্ত ও ইস্তাহার] □